গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুজ্জোহা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুজ্জোহা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে এ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুজ্জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. আলিমুজ্জামান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. নিয়ামত আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক আব্দুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক মোছা. জেসমিন আরা, সহকারী অধ্যাপিকা হোসনে আরাসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননা প্রাপ্ত বিদায়ী শিক্ষকরা হলেন, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. সালাহউদ্দিন, সমাজকল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল কুদ্দুস, পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা হোসনে আরা এবং বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা মোছা. জেসমিন আরা।

ঝিনাইদহে শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জিকে সেচ খালের গাছ চুরি করে কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া ডিএম কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিক্ষক আমিরুল ইসলাম শনিবার বিকেলে কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালের ১ টি রেইনট্রি ও ২ টি ইপিল ইপিল গাছ স্থানীয় এক কাঠ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। দুপুরের পর কাঠ ব্যবসায়ীরা শ্রমিক দিয়ে গাছ কাটা শুরু করলে স্থানীয়রা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সটকে পড়ে ওই কলেজ শিক্ষক ও শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিন বলেন, এর আগেই এই কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিয়েছিলাম। এবারও তিনি একই কাজ করছে। আমরা আবারো তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করব।

অভিযোগের ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম বলেন, সমিতির মাধ্যমে গাছ লাগানো ছিলো। সেই গাছ কাটতে চেয়েছিলাম। পরে আর কাটা হয়নি। ওখানেই আছে গাছগুলো।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গাছ কাটার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অভিযোগ আসেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ড অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে শিক্ষক কর্তৃক মাদ্রাসা ছাত্র বলাৎকার

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমী মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধোলাই পর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত মাদরাসা শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আরাফাত হোসেন শিশির (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মল্লিক পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে। গতকাল শনিবার বেলা আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে মাদরাসা প্রাঙ্গনে এই গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেন।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলা আরাফাত হোসেন শিশির একই মাদরাসার নাজেরা বিভাগের ছাত্র (১২)কে ফুঁসলিয়ে বিভিন্ন সময়ে বলাৎকার করে আসছিল। ঐ মাদ্রাসা ছাত্র বাড়িতে ছুটিতে গিয়ে আর মাদ্রাসায় ফিরে আসতে না চাইলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। পরে সে পরিবারের লোকজন কে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খুলে বলেন।

গতকাল শনিবার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন মাদরাসায় গিয়ে ওই শিক্ষককে উত্তম মাধ্যম গণধোলাইয়ের পর একটি কক্ষে আটকে রাখেন। পরে থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয়। থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত কে হেফাজতে নেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলেও জানাগেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ৯৯৯ লাইনে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রীয়াধীন।

‘পরীক্ষায় উপযুক্ত নয়’ বলায় ঝিনাইদহে শিক্ষককে হাতুড়িপেটা

বছরে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকায় এক শিক্ষার্থীকে ‘পরীক্ষায় উপযুক্ত নয়’ বলে মন্তব্য করায় শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে হাতুড়িপেটা করেছেন শিক্ষার্থীর বাবা।

এই ঘটনা ঘটেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসায়। শিক্ষার্থীর পিতা অভিযুক্ত শাহাজান কালীগঞ্জ পৌরসভাধীন আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আহত শিক্ষক হাবিবুর রহমান কালীগঞ্জের শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার গণিতের শিক্ষক ও একই উপজেলার মাজদিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাসের ছেলে।

মাদরাসার একাধিক শিক্ষক জানান, শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার নবম শ্রেণির এক ছাত্র গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল। এ কারণে তাকে ‘পরীক্ষার উপযুক্ত নয়’ বলে মতামত দেন শিক্ষকরা। এতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পরিবারে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দেয় ওই শিক্ষার্থী। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই ছাত্রের বাবা শাহাজান। শনিবার কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে সামনে অবস্থান নেন। এসময় শিক্ষক হাবিবুর রহমান ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার পথ রোধকরে শাহাজান। পরে তাকে হাতুড়িপেটা করেন। এবস্থায় স্থানীয়রা শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেণ।

শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন, ‘ওই ছেলে নিয়মিত ক্লাস করে না। পড়াশোনার মানও সন্তোষজনক নয়। সে কারণে তাকে তো আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিষয়টি তার পরিবার মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে শ্রেণি শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হাতুড়িপেটা করেছেন তার বাবা। বিষয়টি কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শিক্ষা অফিসে জানানো হয়েছে। প্রশাসন এ ঘটনায় দোষীদের বিচার না করলে আমরা কঠোর আন্দোলনে

নামবো।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অভিযুক্ত শাহাজান এর আগেও সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশি তদন্তে শাহাজানের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শাহাজান।

ভুক্তভোগী শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘প্রতিটা শিক্ষার্থী আমাদের সন্তানের মতো। দায়িত্ববোধ থেকেই শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি ও তাদের যোগ্যতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। ওই ছেলে গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল। আমি শ্রেণি শিক্ষক হওয়ায় তার পরিবার আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমাকে তার বাবা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে। আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাহাজানের বাসায় গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে তার স্ত্রী আদুরি বেগম বলেন, ‘শিক্ষকরা আমার ছেলেকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করে বেড়াচ্ছে। আমাদের পরিবার নিয়েও শিক্ষক হাবিবুর রহমান বিভিন্ন জায়গায় বাজে মন্তব্য করেছেন। মানুষ আমাদের কাছে এসব কথা বলেছে। এসব কারণে রাগের জেরে হয়তো শিক্ষক হাবিবুরকে মারধর করেছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে কি-না জানি না।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক

শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি

বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯ শিক্ষককে কারণ দর্শানো নোটিশ

নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণে অসহযোগিতা করা ও পরীক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। গতকাল বুধবার দুপরে গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে নোটিশ প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র স্বাক্ষরিত কারণ দর্শানোর চিঠিতে বলা হয়- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণে অসহযোগিতা করা ও পরীক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদানের কারণে তাদের কেনো শাস্তি দেওয়া হবে না তা ৩ কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জবাব দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কারণ দর্শানোর নোটিশপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন, পলাশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুল, তেরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইসলাম, কুলবাড়িয়া হারেস উদ্দীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তানভীর কবীর, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সেলিম আহমেদ, বেতবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামান, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী খাতুন, এলাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাসান আলী, করমদি সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদা পারভীন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল বলেন, আমি কারণ দর্শানো নোটিশ পেয়েছি। প্রতিটি বিদ্যালয়েই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষায় বাধা প্রদানের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে আমি শিক্ষক নেতা হিসেবে প্রথম থেকেই সহকারী শিক্ষকদের বুঝিয়ে বার বার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত যেদিন উপজেলার মধ্যে শিক্ষকগণ অবস্থান করছিলেন সেদিন আমি শিক্ষকদের বোঝাতে গিয়েছিলাম কিন্তু কে বা কারা মানববন্ধন বলে প্রচার করেছে। আসলে সেখানে কোনো মানববন্ধন হয়নি।

মুজিবনগরে শিক্ষকদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে স্মারকলিপি প্রদান

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আপাতত ১১তম গ্রেড প্রদান, উচ্চতর গ্রেড সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “কমপ্লিট শাটডাউন” বা “তালাবদ্ধ কর্মসূচি” চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার

বরাবর প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সাময়িক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ জোটের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার উপজেলা চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ডিআই-এর ঘুষ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণার পর জোটের সদস্য সচিব দেওয়ার হোসেন আজিজীর প্রতিষ্ঠানে ষড়যন্ত্রমূলক অডিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, বিপ্লব হোসেন, আব্বাস উদ্দিন, কোরবান আলী, রফিকুল ইসলাম, আশরাফুল হক, আমিরুল ইসলাম, মহসিন আলী, আকলিমা খাতুন, আয়ুব আলী, আব্দুর রহমানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ।

চার দফা দাবিতে মেহেরপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি

চার দফা দাবিতে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছেন দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) কর্মবিরতির অংশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

এর আগে রোববার দীর্ঘদিনের পেশাগত মর্যাদা ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। এরপর বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদকে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত করা, পেশাগত মর্যাদা পুনর্বহাল, বেতন-ভাতা বৈষম্য দূরীকরণসহ অন্যান্য দাবি।

শিক্ষক নেতারা জানান, দাবি আদায় হলে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে এবং ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

গত ২৪ নভেম্বর থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।